বিএসএএ/১২৪/২০২২/১৩৫

তারিখ: ২৬-১২-২০২২

MERCANTILE MARINE OFFICE RECEIVED ON 27.12.2022 CHITTAGONG

প্রিন্সিপাল অফিসার
এবং
প্রেসক্রাইবড অথোরিটি
নৌ বাণিজ্য দপ্তর
সরকারি কার্যভবন-১, আগ্রাবাদ,
চট্টগ্রাম।

বিষয়: বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯'-এর যথাযথ প্রতিপালন প্রসঙ্গে।

সূত্র: পত্র নং- ৪০২.০১২.০৪৪.০০.০০.০৪৪/২০১৪/৫৬০২ তারিখ ২০-১২-২০২২।

মহোদয়,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার সূত্রোক্ত পত্রের (সংযুক্তি-ক) প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে "বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯" এর খসড়া প্রণয়নের প্রারম্ভ থেকে আইন চূড়ান্তকরণ এর পরও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থেকে ও জুম (Zoom) এ অংশ গ্রহণ এবং মহা পরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত থেকে অত্র এসোসিয়েশনের মতামত ব্যক্ত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত আইন জারীর পর তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট জটিল সমস্যাসমূহ, যা বর্তমান বাস্তবতার আলোকে সম্ভব নহে, চিহ্নিতকরণ পূর্বক সংশোধনের লক্ষ্যে অত্র এসোসিয়েশনের বিভিন্ন তারিখের পত্রের মাধ্যমে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়; মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। এতদব্যাপারে মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর বরাবরে লিখিত স্ব-ব্যাখ্যাত পত্র নং- বিএসএএ/১২৪/২০২১/১৭৬ তারিখ ২৯-০৮-২০২১ এবং প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য দপ্তর বরাবরে লিখিত পত্র নং- বিএসএএ/১২৪/২০২১/২০০ তারিখ ২৮-১১-২০২১ এর ফটোকপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো (সংযুক্তি খ-খ/২ এবং গ-গ/১)। উক্ত আইন বাস্তবায়নে অসুবিধা সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে পুণরায় নিম্নে পেশ করা হলো:

(১) পণ্য আমদানির শুরু থেকে L/C Opening, Cargo Fixing, Vessel Chartering, ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আমদানিকরকের দায়িত্ব এবং সার্বিক বিষয়টি শুধুমাত্র আমদানিকারকই অবগত থাকে। সাধারণত, জাহাজে পণ্য বোঝাই করার পরে শিপিং এজেন্ট আমদানিকারকের চাহিদা মোতাবেক Port of Discharge এ জাহাজের প্রতিনিধিত্ব করে।

(২) উপমহাদেশীয়/পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের বন্দর এবং বাংলাদেশের বন্দরের মধ্যে স্বল্পতম সময়ে জাহাজ গমনাগমন করে। উক্ত Voyage Time কখনোই ৫/৪/৩/২/১ দিনের বেশি হয়না।

(৩) অধিকাংশ সময় পণ্য বোঝাই করার ২/৩ দিন পূর্বে জাহাজ মালিক এবং Charterer এর সাথে Fixer Note/Charter Party সম্পাদিত হয়।

(৪) পণ্য বোঝাই এর পূর্বে জাহাজ মালিক এবং Charterer এর বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার কারণে প্রায়শঃ জাহাজের নাম পরিবর্তন হয়।

(৫) Registrar of Bangladesh Flag এর তথ্য মোতাবেক বর্তমানে বাংলাদেশী পতাকাবাহী ৮১ টি সমুদ্রগামী জাহাজ রেজিস্ট্রিকৃত আছে, যার মধ্যে বেশিরভাগ জাহাজ সমূহে জাহাজ মালিক কর্তৃক তাদের নিজস্ব পণ্য পরিবহন করে বিধায় উক্ত জাহাজ সমূহ অন্য কোনো পক্ষকে ভাড়া দেয়ার সুযোগ থাকেনা। আরো উল্লেখ্য যে জাহাজ মালিকগণ অধিকাংশ জাহাজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে Long Term ভিত্তিতে ভাড়া দিয়ে রেখেছে যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা Bangladesh Shipping Corporation (BSC) অন্যতম। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতার কারণে দিন দিন আমদানি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোংলা বন্দরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি আরো ২টি সমুদ্রবন্দর পায়রা ও মাতারবাড়ি কার্যক্রম শুরু করার অপেক্ষায় আছে। বর্তমানে প্রায় ৫০০০ থেকে ৫৫০০ বিভিন্ন পণ্যবাহী জাহাজ প্রতিবছর বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর সমূহে আগমন করে থাকে যার তুলনায় বাংলাদেশ পতাকাবাহী ৭৫টি জাহাজ নেহায়েতই অপ্রতুল। এমতাবস্থায়, বৈদেশিক সমুদ্রগামী জাহাজ ভাড়া করা ছাড়া অন্যকোনো বিকল্প থাকেনা বিধায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ ভাড়া করার প্রয়োজন হয়। ফলে বাস্তবতার নিরিখে কোনো মতেই পণ্য বোঝাই এর ১৫ কার্যদিবস পূর্বে প্রত্যেক জাহাজের জন্য Waiver আবেদন করা সম্ভবপর নয়।

প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে বর্তমানে দেশে বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা তথা মার্কিন ডলার এর সংকটের কারণে সময়মতো এল/সি খোলা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু দেশে খাদ্য শস্যের জরুরী চাহিদা পূরণকল্পে আমদানিকারকগণ ১০০% এল/সি খোলার পূর্বেই জাহাজে পণ্য বোঝাই এর কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারও যেকোনো মূল্যে খাদ্য শস্য আমদানির

O/C

ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে অব্যাহতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পণ্য বোঝাই করার অন্যূন ১৫ (পনের) কার্যদিবস পূর্বে অব্যাহতি সনদ প্রাপ্তির বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হলে দেশের খাদ্য শস্যের চাহিদা পূরণ করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

এ ব্যাপারে পুণরায় উল্লেখ করা যাচ্ছে যে "বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২১ (খসড়া)" চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ১৭-০২-২০২২ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত অত্র এসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, জনাব সৈয়দ ইকবাল আলী শিমুল এবং জুম এক্সের মাধ্যমে নিম্ন স্বাক্ষরকারী (চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন) কর্তৃক খসড়া বিধিমালার কয়েকটি ধারা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রদত্ত মতামত পত্র নং- বিএসএএ/১১৪/২০২২/১৬ তারিখ ২০-০২-২০২২ এর মাধ্যমে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে জানানো হয় (সংযুক্তি ঘ-ঘ/৩)। প্রদত্ত মতামতে অব্যাহতি সনদ মঞ্জুর এর বিষয়ে খসড়া বিধিমালার ধারা নং- ৪ এবং ৫ এ নিম্ন বর্ণিত মতামত প্রদান করা হয়:

ধারা নং- ৪: বাংলাদেশি পতাকাবাহী LPG, LNG, ফসফরিক এসিড, কেমিক্যাল ট্যাংকার, হেভী লিফট কার্গো পরিবাহী জাহাজের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিধায় এই সকল জাহাজকে সাধারণ অব্যাহতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্চনীয়,

ধারা নং- ৫: (৩) নিধারিত কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে অত্যাবশ্যকিয় পণ্য এবং শিপিং বাণিজ্য চলমান রাখার লক্ষ্যে অব্যাহতি সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সর্বাধিক ৫ (পাঁচ) দিন এবং পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের বন্দরের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) দিন নির্ধারণ করা,

(৪) দেশে আমদানি/রপ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা অপ্রতুল বিধায় জাহাজ মালিকগণ কর্তৃক তাদের জাহাজের তথ্য নিয়মিতভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের (Prescribed Authority) বরাবর পেশ করা হলে অব্যাহতি সনদ জারির ক্ষেত্রে অধিক সময়ের প্রয়োজন হবে না। এমতাবস্থায়, অব্যাহতি সনদের আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ১ (এক) দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হবে।

আপনার সদয় অবগতির জন্য আরো উল্লেখ করা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সরকারি পদক্ষেপকে অত্র এসোসিয়েশন সবসময় সমর্থন করে। তবে বাস্তবতার আলোকে ও বর্তমানে সারা বিশ্বে বিরাজমান অর্থনৈতিক মন্দা এবং বাংলাদেশেও নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির প্রেক্ষিতে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সুচারুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রণীত/প্রণীতব্য আইন ব্যবসা বান্ধব হওয়া বাঞ্চনীয়। তদলক্ষ্যে "বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯" এর ধারা- ৩ এর উপধারা- ৩ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রকট অসুবিধা যা আপনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন এবং সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর মহোদয়ও অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং অত্র এসোসিয়েশন কর্তৃক বিভিন্ন সভায় আলোচনা ও বিভিন্ন তারিখের পত্রের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে পেশ করা হয়।

এমতাবস্থায়, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং বাংলাদেশেও উক্ত মন্দার নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য স্বাভাবিক ও চলমান রাখার লক্ষ্যে বাস্তবতার নিরিখে উপরে বর্ণিত বিষয়াদি এবং এতদসঙ্গে সংযুক্ত পত্রসমূহে বর্ণিত বিষয়াদি গুরুত্বসহকারে বিবেচনান্তে আইনের ধারা নং- ৩ এর উপধারা- ৩ বাস্তবায়ন স্থগিত এবং তা সংশোধন করার জন্য পুণরায় সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

শ্রদ্ধান্তে,

(সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ)
চেয়ারম্যান

সংযুক্তি: ১০ (দশ) পাতা।

অনুলিপি: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):

১। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৩। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। একান্ত সচিব, মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ সহকারে প্রেরণ করা হলো।
৫। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ঢাকা।
৬। প্রেসিডেন্ট, দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, চট্টগ্রাম।
৭। প্রেসিডেন্ট, চিটাগাং মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, চট্টগ্রাম।
৮। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, বিএসএএ।
৯। সকল সদস্য এজেন্ট, বিএসএএ।

27.12.22

27.12.22

Makkah Madinah Trade Centre (2nd Floor)
78, Agrabad C/A, Chattogram-4100, Bangladesh

+88-02333323393, 02333315509
bsaa@bbts.net

BSAA Circular No. 162 /2022 Dt: 22-12-2022

CHAIRMAN.......................

SR. VICE-CHAIRMAN.......................

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌ বাণিজ্য দপ্তর
সরকারি কার্যভবন-১, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
www.mmd.gov.bd

নং-৪০২.০১২.০৪৪.০০.০০.০৪৪/২০১৪/৫৮০২

তারিখঃ ২০/১২/২০২২খ্রিঃ

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়ঃ বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন' ২০১৯-এর যথাযথ প্রতিপালন।

বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন' ২০১৯ অনুযায়ী Certificate of Waiver এর আবেদনে আইনের যথাযথ প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন অতীব জরুরি। বর্তমানে প্ররিলক্ষিত হচ্ছে বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজে কার্গো লোড করার পর বা কার্গো লোড করার সময় উক্ত জাহাজের অনুকূলে Certificate of Waiver এর জন্য আবেদন করা হচ্ছে, যা সংশ্লিষ্ট আইনের পরিপন্থি এবং এতে আইনের মৌলিক উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়। এই আইন'র **"ধারা-৩ উপধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন অব্যাহতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে জাহাজ মালিক বা তাহার প্রতিনিধিকে পণ্য বোঝাই করিবার অন্যূন ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস পূর্বে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে । এবং ধারা-৭ অনুযায়ী (১) কোনো জাহাজ দ্বারা ধারা-৩ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া পন্য পরিবহন করিলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উক্ত জাহাজের মালিক অথবা ভাড়াকারীর উপর উক্ত পণ্য পরিবহণের ভাড়ার অধিক নহে এইরুপ পরিমান অর্থ প্রশাসনিক জরিমানা হিসাবে আরোপ করিতে পারিবে এবং (২) এই আইনের অন্যান্য বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা হিসাবে আরোপ করিতে পারিবে।"**

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন' ২০১৯ অনুযায়ী জাহাজ মালিক বা তার প্রতিনিধি, ভাড়াকারী প্রতিষ্ঠান (charterer), কার্গোর মালিক বা তার প্রতিনিধিকে যথাযথ ভাবে Certificate of Waiver এর জন্য Online Application করতে হবে। অন্যথায়, **বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন' ২০১৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**

বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে সংশ্লিষ্ট সকল শিপিং এজেন্টকে অবহিত ও প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

(ক্যাপ্টেন সাব্বির মাহমুদ)
প্রিন্সিপাল অফিসার এবং প্রেসক্রাইবড অথোরিটি
ফোনঃ ০২৩৩৩৩২৪১৪০, ০২৩৩৩৩২১৯০২, ফ্যাক্সঃ ০২৩৩৩৩২৪৯৫৪
Email: po@mmd.gov.bd

বিতরণ- জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভবন নং - ০৩ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর , জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন (এনএসসি টাওয়ার) ১৬ তলা, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
৪. মহাপরিচালক, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
৬. চেয়্যারম্যান, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়), টিসিবি ভবন (৩য় তলা), ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫বাংলাদেশ।
৭. কমিশনার, কাষ্টমস হাউজ, বন্দর রোড, নীমতলা, চট্টগ্রাম।
৮. সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, চট্টগ্রাম।
৯. Chairman, Bangladesh Ocean Going Ship Owners' Association (BOGSOA), Office 11/B, Block CWS (A), Road 30, Gulshan 1, Dhaka 1212.
১০. Chairman, Exporters and Importers association of Bangladesh, 4th Floor, 59/3 Purana Paltan, Dhaka 1000.
১১. সভাপতি, শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশান, চেম্বার হাউজ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১২. কো-অর্ডিনেটর, ফিল্ড ইউনিট অফিস, নৌ-পরিবহন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

BSAA 577
Received
Dated 21-12-22
Signature,

সংযুক্তি-ক/২৫

Bangladesh Shipping Agents' Association
বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

অতীব জরুরী

বিএসএএ/১২৪/২০২১/১৭৬

তারিখঃ ২৯-০৮-২০২১

মহাপরিচালক
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সহজীকরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক, দেশিয় পতাকাবাহী জাহাজের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে "বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯" প্রণয়নের জন্য অত্র এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এপ্রসঙ্গে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে "বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯" বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ধারা নং-৩ এর আলোকে ওয়েভার প্রাপ্তির লক্ষ্যে জাহাজে পণ্য বোঝাই করার অন্যূন ১৫ (পনের) কার্যদিবস পূর্বে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করা সংক্রান্ত ৩নং উপধারা কার্যকর করা সম্ভবপর নয় মর্মে উক্ত আইন জারীর প্রাথমিক সময় থেকে অত্র এসোসিয়েশনের বিভিন্ন তারিখের পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য দপ্তর বরাবরে অবহিত করা হয়, যার অনুলিপি সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রনালয় বরাবরেও প্রেরণ করা হয় (সংযুক্তি ক-ক/২)। কিন্তু অদ্যাবধি বিষয়টি সুরাহা হয়নি। তাছাড়া উক্ত আইন বাস্তবায়নে শিপিং এজেন্টসমূহ বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে যা আপনার সদয় অবগতির জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে পুনরায় পেশ করা হলোঃ

১। আইনের ধারা নং-৩ এর উপধারা-৩ মোতাবেক অব্যাহতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পণ্য বোঝাই করার অন্যূন ১৫(পনের) কার্যদিবস পূর্বে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করাঃ

উক্ত উপধারা কার্যকর করার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সমস্যাসমূহ প্রকট আকার ধারণ করেছে –

(১) পণ্য আমদানির শুরু থেকে L/C Opening, Cargo Fixing, Vessel Chartering, ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আমদানিকরকের দায়িত্ব এবং সার্বিক বিষয়টি শুধুমাত্র আমদানিকারকই অবগত থাকে। সাধারণত, জাহাজে পণ্য বোঝাই করার পরে শিপিং এজেন্ট আমদানিকারকের চাহিদা মোতাবেক Port of Discharge এ জাহাজের প্রতিনিধিত্ব করে।

(২) উপমহাদেশীয়/পার্শ্ববর্তী দেশ সমুহের বন্দর এবং বাংলাদেশের বন্দরের মধ্যে স্বল্পতম সময়ে জাহাজ গমনাগমন করে। উক্ত Voyage Time কখনোই ৫/৪/৩/২/১ দিনের বেশি হয়না।

(৩) অধিকাংশ সময় পণ্য বোঝাই করার ২/৩ দিন পূর্বে জাহাজ মালিক এবং Charterer এর সাথে Fixer Note/Charter Party সম্পাদিত হয়।

(৪) পণ্য বোঝাই এর পূর্বে জাহাজ মালিক এবং Charterer এর বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার কারণে প্রায়শঃ জাহাজের নাম পরিবর্তন হয়।

(৫) Registrar of Bangladesh Flag এর তথ্য মোতাবেক বর্তমানে বাংলাদেশী পতাকাবাহী ৭৫ (পঁচাত্তর) টি সমুদ্রগামী জাহাজ রেজিস্ট্রিকৃত আছে, যার মধ্যে বেশিরভাগ জাহাজ সমূহ জাহাজ মালিক কর্তৃক তাদের নিজস্ব পণ্য পরিবহন করে বিধায় উক্ত জাহাজ সমূহ অন্য কোনো পক্ষকে ভাড়া দেয়ার সুযোগ থাকেনা। আরো উল্লেখ্য যে জাহাজ মালিকগণ অধিকাংশ জাহাজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে Long Term ভিত্তিতে ভাড়া দিয়ে রেখেছে যার মধ্যে রাষ্ট্রীয়

Chamber House (2nd Floor), 38. Agrabad C/A, Chittagong, Bangladesh.
Tel : 031-723393, 715509, Fax : 031-715509, E-mail : bsaa@bbts.net, web: www.bsaa.com.bd

মালিকানাধীন সংস্থা Bangladesh Shipping Corporation (BSC) অন্যতম। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতার কারণে দিন দিন আমদানি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোংলা বন্দরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি আরো ২টি সমুদ্রবন্দর – পায়রা ও মাতারবাড়ি কার্যক্রম শুরু করার অপেক্ষায় আছে। বর্তমানে ৫০০০ থেকে ৫৫০০ বিভিন্ন পণ্যবাহী জাহাজ প্রতিবছর বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর সমূহে আগমন করে থাকে যার তুলনায় বাংলাদেশ পতাকাবাহী ৭৫টি জাহাজ নেহায়েতই অপ্রতুল। এমতাবস্থায়, বৈদেশিক সমুদ্রগামী জাহাজ ভাড়া করা ছাড়া অন্যকোনো বিকল্প থাকেনা বিধায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ ভাড়া করার প্রয়োজন হয়। ফলে বাস্তবতার নিরিখে কোনো মতেই পণ্য বোঝাই এর ১৫ কার্যদিবস পূর্বে প্রত্যেক জাহাজের জন্য Waiver আবেদন করা সম্ভবপর নয়।

(৬) বর্তমানে বাংলাদেশী পতাকাবাহী Tanker বা LPG পরিবাহী জাহাজের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিধায় এসমস্ত জাহাজকে General Waiver এর আওতায় আনা বাঞ্ছনীয়।

২। নৌবাণিজ্য দপ্তর এর Waiver Application ওয়েবসাইটে Waiver Certificate গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতি (BOGSOA) এর অনাপত্তি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা প্রসঙ্গেঃ

"বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯" এ BOGSOA এর অনাপত্তি গ্রহণ করা সংক্রান্ত কোনো ধারা অন্তর্ভুক্ত নেই এবং BOGSOA এর অনাপত্তি গ্রহণের কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই। কিন্তু নৌ বাণিজ্য দপ্তরের Waiver Application ওয়েবসাইটে Waiver Certificate নেয়ার ক্ষেত্রে BOGSOA এর অনাপত্তি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে। ফলে শিপিং এজেন্টদের Waiver Certificate প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়।

উপরে বর্ণিত সমস্যা সমূহের কারণে জাহাজে পণ্য বোঝাই এর অব্যাহতি প্রাপ্তির (Waiver Certificate) ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত এবং অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয় এবং তারা পরবর্তী পর্যায়ে Port of Loading এবং Port of Discharge এ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ সমস্ত কারণে জাহাজের অবস্থানকাল (Waiting Time) বৃদ্ধি পায় এবং শিপিং এজেন্টদের বিভিন্ন ধরণের অপ্রত্যাশিত ঝামেলা পোহাতে হয় বিধায় তাদের Cost of Doing Business বৃদ্ধি পায় যা বাংলাদেশ সরকারের Ease of Doing Business কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তা United Nations কর্তৃক প্রবর্তিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অফিস কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goal (SDG) কনসেপ্ট এর পরিপন্থি। তাছাড়া অতিরিক্ত সময় ক্ষেপনের ফলে দেশের শিল্প কারখানার কাঁচামাল প্রাপ্তি বিলম্বিত হয় যা উৎপাদন ও রপ্তানি প্রক্রিয়ার এবং দেশের দ্রব্যমূল্যের (Market Price) উপর সাংঘাতিকভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি কিছুতেই কাম্য নয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এর অধীনে প্রণিতব্য বিধিমালায় অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক পত্র নং ১৮.১৭.০০০০.০১২.০১.২১৩.১৭/৭৪৪ তারিখ ০৯-০২-২০২১ এর মাধ্যমে মতামত চাওয়া হলে অত্র এসোসিয়েশনের পত্র নং বিএসএএ/১২৪/২০২১/১১ তারিখ ১৪-০২-২০২১ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের সাথে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিধিমালা প্রণয়নের জন্য মহাপরিচালককে অনুরোধ করা হয় (সংযুক্তি- খ এবং গ)। জানা যায় যে বর্তমানে উক্ত বিধিমালা প্রণয়নাধীন আছে।

এমতাবস্থায়, Waiver Certificate প্রাপ্তির লক্ষ্যে জাহাজে পণ্য বোঝাই করার ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস পূর্বে আবেদন করা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধার লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত বক্তব্যের আলোকে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহনের অনুরোধ সহকারে পেশ করা হলোঃ

Bangladesh Shipping Agents' Association
বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

(১) পণ্য আমদানি এবং জাহাজ নির্ধারণ সম্পূর্ণরূপে আমদানিকারকের এখতিয়ারাধীন বিধায় উক্ত Waiver আবেদন আমদানিকারক কর্তৃক করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ শিপিং এজেন্ট নিয়োগপত্র পাওয়ার পূর্বপর্যন্ত আমদানি পণ্য, Load Port এবং অন্যান্য বিষয়ে অবগত থাকেন না। এখানে উল্লেখ থাকে যে Port of Discharge এ জাহাজ আগমনের ৪/৫ দিন পূর্বে শিপিং এজেন্ট নিয়োগপত্র পেয়ে থাকে। এমতাবস্থায়, ১৫(পনের) কার্যদিবস পূর্বে Waiver আবেদন দাখিল করার দায়িত্ব শিপিং এজেন্ট এর উপর বর্তায় না। এজন্য দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে আইনে সংশোধনী আনা অতীব জরুরী মর্মে শিপিং বাণিজ্যে নিয়োজিত সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

(২) Bangladesh Shipping Corporation (BSC) এর মালিকাধীন সকল জাহাজ বিদেশি সংস্থার নিকট দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া দেয়া বিধায় BSC কর্তৃক ঘোষণাপত্র প্রদান করা বাঞ্ছনীয় এবং এক্ষেত্রে BSC এর নিকট প্রতিটি জাহাজের অনুকূলে Waiver অনাপত্তির জন্য আবেদন করা প্রয়োজন নেই এবং তাতে সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হবে।

(৩) আগাম পরিকল্পনার মাধ্যমে বছরওয়ারী আমদানি পণ্যের হিসাবান্তে Bangladesh Shipping Corporation (BSC) বাংলাদেশ পতাকাবাহী কতটি জাহাজ দিতে পারবে সেই হিসাবের ভিত্তিতে Balance জাহাজ সমূহের Waiver উন্মুক্ত করে দিলে শিপিং এজেন্টদেরকে ৫০০০ থেকে ৫৫০০ জাহাজের অনুকূলে অনাপত্তি নিতে হবেনা। তাতে আমাদের শ্রম এবং সময় অনেকাংশে সাশ্রয় হবে এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

(৪) প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য দপ্তর Waiver আবেদন গ্রহণ করা এবং Waiver Certificate ইস্যু করার প্রেসক্রাইভ অথরিটি বিধায় ওয়েবসাইট থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান BOGSOA এর অনুমোদন গ্রহণের অংশটি প্রত্যাহার করা হলে শিপিং এজেন্টদের Waiver Certificate প্রাপ্তি সহজতর হবে। এক্ষেত্রে BOGSOA কর্তৃক তাদের জাহাজের যাবতীয় তথ্য নিয়মিতভাবে নৌ বাণিজ্য দপ্তরে প্রেরণ করা হলে প্রেসক্রাইভ অথরিটি Waiver ইস্যু করার ব্যাপারে তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

উপরোল্লিখিত বক্তব্য সমূহ সদয় বিবেচনান্তে Waiver আবেদনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আইন অথবা প্রণয়াধীন বিধিমালায় অন্তর্ভূক্ত করে সৃষ্ট সমস্যা সমাধা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

শ্রদ্ধান্তে,

(সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ)
চেয়ারম্যান

29/08/2021

সংযুক্তিঃ ০৫ (পাঁচ) পাতা।

অনুলিপি: উপরোল্লিখিত যৌক্তিকতা সমূহ সদয় বিবেচনান্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ সহকারে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):

১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য দপ্তর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৩। একান্ত সচিব, মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ সহকারে প্রেরণ করা হলো।
৪। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, বিএসএএ।
৫। সকল সদস্য এজেন্ট, বিএসএএ।

Chamber House (2nd Floor), 38. Agrabad C/A, Chittagong, Bangladesh.
Tel : 031-723393, 715509, Fax : 031-715509, E-mail : bsaa@bbts.net, web: www.bsaa.com.bd

সংযুক্তি -গ

Bangladesh Shipping Agents' Association
বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন

Top Most Urgent

বিএসএএ/১২৪/২০২১/২০০ তারিখ: ২৮-১১-২০২১

MERCANTILE MARINE OFFICE RECEIVED ON 29-11-2021 CHITTAGONG

প্রিন্সিপাল অফিসার
এবং
প্রেসক্রাইবড অথোরিটি
নৌ বাণিজ্য দপ্তর
সরকারি কার্যভবন-১, আগ্রাবাদ,
চট্টগ্রাম।

বিষয়: "বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯" অনুযায়ী ওয়েভার সনদের আবেদন প্রসঙ্গে।
সূত্র: পত্র নং- ৪০২.০১২.০৪৪.০০.০০.০৪৪/২০১৪/৫৭৭১ তারিখ ২৪-১১-২০২১

মহোদয়,
যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক দেশিয় পতাকাবাহী জাহাজের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯" এর খসড়া প্রণয়নের প্রারম্ভ থেকে আইন চূড়ান্ত করণ পর্যন্ত তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট জটিল সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করণ পূর্বক সংশোধনের লক্ষ্যে অত্র এসোসিয়েশনের বিভিন্ন তারিখের পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর; প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য দপ্তর এবং সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে প্রায় ৫০০ সদস্য শিপিং এজেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে অত্র এসোসিয়েশন কর্তৃক বিভিন্ন তারিখে পেশকৃত আবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমূহের মনযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কঠিন থেকে কঠিনতর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে যা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলবে মর্মে অত্র এসোসিয়েশন মনে করে। তাছাড়া বর্তমানে জাহাজ সংকট ও ভাড়া বৃদ্ধির প্রভাবে ব্যবসায়ীরা হিমশিম খাচ্ছে, যা চলমান সমস্যা আরো বৃদ্ধি করবে।

এ ব্যাপারে সদয় অবগতির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে উক্ত আইনের ধারা নং- ৩ এর উপধারা- ৩ মোতাবেক অব্যাহতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পণ্য বোঝাই করার অন্যূন ১৫ (পনের) কার্যদিবস পূর্বে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করার শর্ত বাস্তবতার নিরিখে কিছুতেই বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর নহে মর্মে উল্লেখ পূর্বক তা সংশোধনের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর বারংবার অনুরোধ করা হয়। উক্ত আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে অত্র এসোসিয়েশনের সাথে আপনার সভাপতিত্বে ২৩-০৮-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায়ও ওয়েভার সনদের আবেদন করা সংক্রান্ত অসুবিধা উত্থাপন করা হয় এবং মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর বরাবরে লিখিত অত্র এসোসিয়েশনের পত্র নং বিএসএএ/১২৪/২০২১/১৭৬ তারিখ ২৯-০৮-২০২১ (সংযুক্তি ক-ক/২) এর মাধ্যমে উক্ত বিষয়ের অসুবিধাসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

"(১) পণ্য আমদানির শুরু থেকে L/C Opening, Cargo Fixing, Vessel Chartering, ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে আমদানিকরকের দায়িত্ব এবং সার্বিক বিষয়টি শুধুমাত্র আমদানিকারকই অবগত থাকে। সাধারণত, জাহাজে পণ্য বোঝাই করার পরে শিপিং এজেন্ট আমদানিকারকের চাহিদা মোতাবেক Port of Discharge এ জাহাজের প্রতিনিধিত্ব করে।

(২) উপমহাদেশীয়/পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের বন্দর এবং বাংলাদেশের বন্দরের মধ্যে স্বল্পতম সময়ে জাহাজ গমনাগমন করে। উক্ত Voyage Time কখনোই ৫/৪/৩/২/১ দিনের বেশি হয়না।

(৩) অধিকাংশ সময় পণ্য বোঝাই করার ২/৩ দিন পূর্বে জাহাজ মালিক এবং Charterer এর সাথে Fixer Note/Charter Party সম্পাদিত হয়।

(৪) পণ্য বোঝাই এর পূর্বে জাহাজ মালিক এবং Charterer এর বিভিন্ন বাধ্যবাধকতার কারণে প্রায়শঃ জাহাজের নাম পরিবর্তন হয়।

(৫) Registrar of Bangladesh Flag এর তথ্য মোতাবেক বর্তমানে বাংলাদেশী পতাকাবাহী ৭৫(পঁচাত্তর) টি সমুদ্রগামী জাহাজ রেজিস্ট্রিকৃত আছে, যার মধ্যে বেশিরভাগ জাহাজ সমূহ জাহাজ মালিক কর্তৃক তাদের

~~Chamber House (2nd Floor), 38. Agrabad C/A, Chittagong,~~ Bangladesh.
Tel : 031-723393, 715509, Fax : 031-715509, E-mail : bsaa@bbts.net, web: www.bsaa.com.bd
Makkah Madinah Trade Center (MMTC), 2nd Floor
78, Agrabad C/A, Chattogram.

সংযুক্তি-ক/১

নিজস্ব পণ্য পরিবহন করে বিধায় উক্ত জাহাজ সমূহ অন্য কোনো পক্ষকে ভাড়া দেয়ার সুযোগ থাকেনা। আরো উল্লেখ্য যে জাহাজ মালিকগণ অধিকাংশ জাহাজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে Long Term ভিত্তিতে ভাড়া দিয়ে রেখেছে যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা Bangladesh Shipping Corporation (BSC) অন্যতম। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতার কারণে দিন দিন আমদানি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মোংলা বন্দরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি আরো ২টি সমুদ্রবন্দর পায়রা ও মাতারবাড়ি কার্যক্রম শুরু করার অপেক্ষায় আছে। বর্তমানে ৫০০০ থেকে ৫৫০০ বিভিন্ন পণ্যবাহী জাহাজ প্রতিবছর বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর সমূহে আগমন করে থাকে যার তুলনায় বাংলাদেশ পতাকাবাহী ৭৫টি জাহাজ নেহায়েতই অপ্রতুল। এমতাবস্থায়, বৈদেশিক সমুদ্রগামী জাহাজ ভাড়া করা ছাড়া অন্যকোনো বিকল্প থাকেনা বিধায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ ভাড়া করার প্রয়োজন হয়। ফলে বাস্তবতার নিরিখে কোনো মতেই পণ্য বোঝাই এর ১৫ কার্যদিবস পূর্বে প্রত্যেক জাহাজের জন্য Waiver আবেদন করা সম্ভবপর নয়।"

উক্ত আইনের খসড়া বিধিমালার উপর ০৩-১০-২০২১ তারিখ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ও অত্র এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি উপরোক্ত মতে মতামত ব্যক্ত করেন।

পরিতাপের বিষয় যে পণ্য বোঝাই করার ১৫ (পনের) কার্যদিবস পূর্বে ওয়েভার আবেদন করার ব্যাপারে বাস্তবতার ভিত্তিতে অত্র এসোসিয়েশন কর্তৃক চিহ্নিত সমস্যাসমূহ বিবেচনা করা হয়নি; পক্ষান্তরে আপনার সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে (সংযুক্তি খ) কঠিনতম নির্দেশাবলী জারী করা হয়েছে। ফলে সূত্রোক্ত পত্রটি এসোসিয়েশনের সদস্য এজেন্টদের বরাবরে প্রচারের পর তাঁদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সাংঘাতিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে যা দেশের স্বার্থে কারো কাম্য নহে।

পরিশেষে, আন্তর্জাতিক শিপিং এর উপর প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ ডিগ্রিধারী জ্ঞানলব্দ এবং শিপিং বাণিজ্যে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা হিসেবে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য স্বাভাবিক চলমান রাখার লক্ষ্যে বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন পূর্বক অত্র এসোসিয়েশনের পত্র নং বিএসএএ/১২৪/২০২১/১৭৬ তারিখ ২৯-০৮-২০২১ এর মাধ্যমে প্রদত্ত প্রস্তাব বিবেচনান্তে উক্ত ধারা বাস্তবায়ন স্থগিত এবং তা সংশোধন করার জন্য পুনরায় সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

শ্রদ্ধান্তে,

(সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ)
চেয়ারম্যান

সংযুক্তি: ০৪ (চার) পাতা।

অনুলিপি: উপরোল্লিখিত যৌক্তিকতা সমূহ সদয় বিবেচনান্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ সহকারে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে):

১। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। একান্ত সচিব, মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ সহকারে প্রেরণ করা হলো।
৪। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ঢাকা।
৫। প্রেসিডেন্ট, দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, চট্টগ্রাম।
৬। প্রেসিডেন্ট, চিটাগাং মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, চট্টগ্রাম।
৭। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, বিএসএএ।
৮। সকল সদস্য এজেন্ট, বিএসএএ।

29.11.21

29.11.21

বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন
BANGLADESH SHIPPING AGENTS' ASSOCIATION

Ref.: বিএসএএ/১১৪/২০২২/১৬

তারিখ: ২০-০২-২০২২

সচিব
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

বিষয়: **"বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২১ (খসড়া)" এর উপর নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে ১৭-০২-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনার উপর অত্র এসোসিয়েশনের মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।**

মহোদয়,

যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সদয় অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে "বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২১ (খসড়া)" এর উপর আপনার সভাপতিত্বে ১৭-০২-২০২২ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত অত্র এসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ ইকবাল আলী শিমুল এবং জুম এ্যাপ্সের মাধ্যমে নিম্ন স্বাক্ষরকারী (চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশন) কর্তৃক খসড়া বিধিমালার কয়েকটি ধারা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসুবিধা সমূহ নির্ধারণ পূর্বক তাহা সমাধানের জন্য অনুরোধ করা হয়। সভার উপসংহারে আপনার মন্তব্য মোতাবেক খসড়া বিধিমালার ধারা নং ৪, ৫(৩), ৫(৪), ৬(১), ৬(২), ৯, ১০, ১১, ১২ এর উপর অত্র এসোসিয়েশনের সুনির্দিষ্ট মতামত খসড়া বিধিমালার পৃথক কলামে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতেছে যে দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়ন এবং ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যয় (Cost of Doing Business) হ্রাস এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়া সহজতর ভাবে স্বল্প সময়ে ব্যবসা পরিচালনা সংশ্লিষ্ট সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সাথে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে দেশীয় মালিকানাধীন জাহাজের সংখ্যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাওয়াকে স্বাগত জানাই। তবে উক্ত পর্যায়ে পৌঁছানো পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য সহজতর করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত প্রস্তাবনা সমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এমতাবস্থায়, "বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২১" সহজতর ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধিমালার উপরে বর্ণিত বিভিন্ন অনুচ্ছেদের উপর প্রদত্ত এতদসঙ্গে সংযুক্ত মন্তব্যসমূহ সদয় বিবেচনান্তে উক্ত বিধিমালা চূড়ান্ত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হইল।

শ্রদ্ধান্তে,

(সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ)
চেয়ারম্যান

সংযুক্তি: ০৩ (তিন) পাতা।

অনুলিপি:
১। মহাপরিচালক, নৌপরিবহণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম।
৩। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, বিএসএএ।

Makkah Madinah Trade Center (2nd Floor)
78, Agrabad C/A, Chattogram-4100, Bangladesh

[redacted]
bsaa@bbts.net
: +88-02333323393, 02333315509

সং যুক্তি-২৫/১

বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২১

নং	বিধি	যৌক্তিকতা	বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশনের মন্তব্য
৪।	সাধারণ অব্যাহতির নিয়ম: (১) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের কিছু পণ্য, বাণিজ্য পথ বা বন্দর/দেশ যেখানে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ চলাচলের সুযোগ নেই বা সেবা প্রদানে সীমাবদ্ধতা আছে এমন সকল ক্ষেত্রে সাধারণ অব্যাহতি করিতে পারিবে; (২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উপবিধি ১ এর অধীনে জারিকৃত সাধারণ অব্যাহতি আদেশ সময় সময় তবে বছরে কমপক্ষে একবার পর্যালোচনা করে বজায় রাখা বা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;	সাধারণ অব্যাহতির বিষয় এবং বছরে কমপক্ষে একবার পর্যালোচনায় বিধান রাখা হইয়াছে।	বাংলাদেশি পতাকাবাহী LPG, LNG, ফসফরিক এসিড, কেমিক্যাল ট্যাঙ্কার, হেবী লিফট কার্গো পরিবাহী জাহাজের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিধায় এই সকল জাহাজকে সাধারণ অব্যাহতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়।
৫।	**বৈদেশিক বাণিজ্যে পন্যের অব্যাহতি সনদ মঞ্জুরঃ** (১) বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এর মালিক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান যে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, বাংলাদেশে বা বাংলাদেশ হইতে পণ্য পরিবহনে ইচ্ছুক এই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তাহাকে নির্ধারিত ছকে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট অব্যাহতি সনদ জারীর জন্য আবেদন করিতে হইবে; (২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ৩(১)(ক), ৩(১)(খ), ৩(১)(গ), ৩(১)(ঘ) এবং আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী সাধারণ অব্যহতি বা অব্যাহতি সনদ প্রাপ্ত অথবা অনুমতি প্রাপ্ত পণ্য ব্যতীত অন্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজকে ক্রমানুসারে সুযোগ প্রদানের পর অব্যাহতি সনদ জারী করিতে পারিবে; (৩) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এবং শিপিং বাণিজ্য চলমান রাখার লক্ষ্যে অব্যাহতি সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী অব্যাহতি সনদের আবেদনের সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে। (৪) অব্যাহতি সনদের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সংস্থা (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা এবং বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিকদের সংগঠন) সর্বোচ্চ ২ দিবস এবং এরপর নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ১(এক) দিবসের মধ্যে নিস্পত্তি করিতে করিবে;	অব্যাহতি সনদ গ্রহণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব বিবেচনায় আবেদনের সময়কাল গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ধারণ এবং আবেদন নিস্পত্তির সময় কার্যদিবসের পরিবর্তে দিবস নির্ধারণ করা হইয়াছে। বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন নিস্পত্তি করা হইতেছে বিধায় এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হইবে এই মর্মে প্রতীয়মান।	(৩) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে অত্যাবশ্যকিয় পণ্য এবং শিপিং বাণিজ্য চলমান রাখার লক্ষ্যে অব্যাহতি সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সর্বাধিক ৫ (পাঁচ) দিন এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের বন্দরের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) দিন নির্ধারন করিতে পারিবে। (৪) দেশে আমদানি/রপ্তানি বানিজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা অপ্রতুল বিধায় জাহাজ মালিকগণ কর্তৃক তাহাদের জাহাজের তথ্য নিয়োমিতভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের (Prescribed Authority) বরাবর পেশ করা হইলে অব্যাহতি সনদ জারির ক্ষেত্রে অধিক সময়ের প্রয়োজন হইবে না। এমতাবস্থায়, অব্যাহতি সনদের আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ১ (এক) দিবসের মধ্যে নিস্পত্তি করিতে পারিবে।
৬ (১)	বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা)'র প্রক্রিয়াঃ (১) সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্যের ক্ষেত্রে ধাপ গুলো নিম্নরূপ হইবেঃ (ক) আমদানীকারক/রপ্তানিকারক পণ্য মূল্য ও আনুমানিক পরিবহণ ভাড়া উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা এবং বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিকদের সংগঠন কে অবহতি করিবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং ব্রোকার হিসেবে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করিবে যেখানে বাংলাদেশের ও বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ সকলেই অংশগ্রহণ করিতে পারিবে; (খ) বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজ অথবা অন্যান্য বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ সর্বনিম্ন দরদাতা হইলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থার জাহাজ উক্ত সর্বনিম্ন দরে সেই পণ্য পরিবহনের সুযোগ পাইবে;	আইনে সরাকারি তহবিলের অর্থ সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা কে বিশেষ ভূমিকা প্রদান করা হইয়াছে। বিধিমালায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থার জাহাজকে প্রথম সুযোগ প্রদান করে বাংলাদেশের	সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত বিধায় ক্রমিক নং- ৬(১) এ বর্ণিত ধাপগুলি অনুসরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে তাহা উপরোক্ত আইন এবং বিধির সহিত সাংঘর্ষিক হইবে। তাহা ছাড়া ইহাতে বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ মালিকগণ দরপত্রে অংশগ্রহণে বিরত থাকা এবং ভাড়া নির্ধারণের মনোপলির ক্ষেত্র সৃষ্টি হইতে

সংযুক্তি - ৫/২

	(গ) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থার জাহাজ সেই পণ্য পরিবহনের সুযোগ গ্রহণ না করিলে উক্ত সর্বনিম্ন দরে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ সমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন দরদাতা সেই পণ্য পরিবহনের সুযোগ পাইবে তিনি সেই পণ্য পরিবহনের সুযোগ গ্রহণ না করিলে তৎপরবর্তী নিম্ন দরদাতা সেই পণ্য পরিবহনের সুযোগ পাইবে; (ঘ) উপযুক্ত বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ পাওয়া না গেলে অথবা বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ সমূহ উক্ত পণ্য পরিবহনে আগ্রহী না হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বিদেশি জাহাজের অনুকূলে অব্যাহতি সনদ জারী করিতে পারিবে;	অন্যান্য পতাকাবাহী জাহাজেও সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। তাছাড়া প্রতিযোগিতামূলক দরপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা হইয়াছে।	পারে। কাজেই, এইক্ষেত্রে পিপিএ, ২০০৬ এবং পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণ করা যথাযথ হইবে।
৬ (২)	(২) সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ধাপ গুলো নিম্নরূপ হইবেঃ (ক) পণ্য আমদানীকারক ও রপ্তানিকারকের মধ্যে বিক্রয় চুক্তি (Contact of Sale) স্বাক্ষরিত হইবার পর পণ্য আমদানীকারক/রপ্তানিকারক (অথবা তাহার প্রতিনিধি) পণ্যের পরিমান, পণ্য বোঝাই করার বন্দর (Port of Loading), পণ্য খালাস করার বন্দর (Port of Discharge), লেক্যান (Laycan), লেটাইম (Laytime), এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ আন্তঃমন্ত্রণালয় চার্টারিং কমিটির তালিকাভুক্ত ব্রোকারেজ হাউজকে জানাইবে এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিকদের সংগঠন ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে অনুলিপি প্রদান করিবে। এরপর পণ্য আমদানীকারক/রপ্তানিকারক (অথবা তাহার প্রতিনিধি) উক্ত পণ্য আমদানির/রপ্তানির নিমিত্তে এল সি (Letter of Credit) খোলার ২৪ ঘন্টার মধ্যে উল্লেখিত সংস্থাগুলিকে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সহকারে পুনরায় অবহতি করিবে; (খ) ব্রোকারেজ হাউজ/ব্রোকারেজ হাউজসমূহ সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিকদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পণ্য এবং অবস্থান সাপেক্ষে উপযুক্ত বাংলাদেশী জাহাজ নির্ধারণ করিবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা এবং বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিকদের সংগঠন ব্রোকারেজ হাউজ/ব্রোকারেজ হাউজসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য দিয়ে উক্ত পণ্য বহনের জন্য উপযুক্ত বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবে; (গ) এভাবে নির্ধারিত করা জাহাজের ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকিলে পণ্য আমদানীকারক/রপ্তানিকারক/বিদেশী জাহাজ মালিক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বরাবর আপিল করিতে পারিবে। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এরূপ আপিল ৩ (তিন) দিবসের মধ্যে নিস্পত্তি করিবে; (ঘ) উপযুক্ত বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ পাওয়া না গেলে অথবা বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ সমূহ উক্ত পণ্য পরিবহনে আগ্রহী না হইলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বিদেশি জাহাজের অনুকূলে অব্যাহতি সনদ জারী করিতে পারিবে;	সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শিপিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া আমদানি/রপ্তানি সচল রেখে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজকে প্রতিযোগিতামূলক দরে পণ্য পরিবহনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে।	এক্ষেত্রে সমুদ্রপথে মালামাল পরিবহনের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সময় সময় জারিকৃত সরকারি আদেশ-নির্দেশ বলবৎ হইবে।
৯।	আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ সমূহ বাংলাদেশী বন্দরসমূহে অগ্রাধিকারভিত্তিক বার্থিং সুবিধা পাইবে। সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের সামর্থ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের অগ্রাধিকার ভিত্তিক বার্থিং সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;	বন্দরগুলোতে অগ্রাধিকারভিত্তিক বার্থিং সুবিধা বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজগুলোর ব্যবসায়িক উপযোগিতা বৃদ্ধি করিবে।	সংশ্লিষ্ট বন্দরের বার্থিং পদ্ধতি মোতাবেক বাংলাদেশী মালিকানাধীন জাহাজ বার্থিং সুবিধা পাইবে।

সংযুক্তি -৬/৬

১০।	অব্যাহতি সনদ প্রত্যাহার বা বাতিল সংক্রান্ত: বিধি ৪ এবং ৬ এর অধীনে প্রদত্ত অব্যাহতি সনদ জারী করিবার পর পরবর্তীতে যে কোন পর্যায়ে আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহ অসত্য, ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রমানিত হইলে সেই অব্যাহতি সনদ প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইতে পারে;	অসত্য, ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করিয়া অব্যাহতি সনদ বাতিলের বিধানটি থাকা প্রয়োজন।	উক্ত নির্ধারিত মতামতের সহিত একমত। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত সম্পাদন ব্যতিরেকে জরিমানা করা যাইবে না।
১১।	**মনিটরিং কমিটি গঠন:** (১) সরকার স্টেকহোল্ডার সহ অন্যান্যদের সমন্বয়ে অনধিক ৭ সদস্য বিশিষ্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করিতে পারিবে; (২) মহাপরিচালক পদাধিকারবলে উক্ত কমিটির সভাপতি এবং চিফ নটিক্যাল সার্ভেয়ার, নৌপরিবহণ অধিদপ্তর সদস্য সচিব হইবেন; (৩) কমিটির সভাপতি সভা আহ্বান করিবেন এবং সভাপতি সহ ৫০ শতাংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলে কোরাম পূর্ণ হইবে; (৪) কমিটি বছরে কমপক্ষে ১ (এক) বার সভা করে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ এবং এর বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা এবং নির্ধারিত কার্যপরিধি মোতাবেক দায়িত্ব পালন করিবে;	আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্টেকহোল্ডার অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষমতা এবং কার্যপরিধি নির্ধারণ করে আইনের বাস্তবায়ন মনিটর করা যায়।	বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এসোসিয়েশনের সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত আইনের অন্যতম বাস্তবায়নকারী বিধায় মনিটরিং কমিটিতে অত্র এসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।
১২।	অসত্য তথ্য প্রদান, প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ, আপিল এবং কোম্পানি কর্তৃক বিধান লঙ্ঘন বিষয়ে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা কার্যকর হইবে;	মূল আইনে বিষয় গুলো স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।	উক্ত নির্ধারিত মতামতের সহিত একমত। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া যাইবে।

শ্রদ্ধান্তে,

সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফ,
চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশন